হাম মওত সে ক্যা ডরেঙ্গে

গত সাড়ে তিনমাস ধরে স্তব্ধ গোটা দেশ। না, কোন ও রাজনৈতিক দলের ডাকা সারা ভারত ধর্মঘটের কারণে নয়। দেশ স্তব্ধ হয়েছে বহু পথ অতিক্রম করে আসা এক অতিমারি কে শায়েস্তা করতে। COVID – 19, অর্থাৎ করোনা, ভারতবর্ষে এসে পৌঁছেছে এদেশের ৩৩ কোটি দেব – দেবীর অনুমতি , অভিশাপ , অভিসম্পাত ছাড়া। রোগ সংক্রমণ যাতে দ্রুত হারে না হয় সেই কারণে দেশের সরকার মাত্র ৪ ঘণ্টার বিজ্ঞপ্তি তে সারা দেশ জুড়ে LOCKDOWN ঘোষণা করলেন। WHO র পরামর্শে এবং দেশের স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ দের মতামত নিয়ে জানানো হল রোগটি তৃতীয় পর্যায়ে সংক্রমিত হবে সব থেকে বেশি তাই প্রয়োজন দৈহিক দূরত্বের। কিন্তু সরকার দৈহিক দূরত্ব শব্দটিকে ব্যবহার না করে ব্যবহার করলেন সামাজিক দূরত্ব (SOCIAL DISTANCING) শব্দটি । যার পরিণাম হল মারাত্মক। রোগ সংক্রমণের ভয়ে আমরা বন্ধু, পড়শি, সহকর্মী আত্মীয়, পরিজন সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হলাম --- কারণ আমরা বিচ্ছিন্ন থাকলে পরিবার, পড়শি , সমাজ, সভ্যতা বাঁচবে। এক ভয়ঙ্কর এলিটীয় বিচ্ছিন্নতার স্বপক্ষে দাঁড়িয়ে Self isolation শুরু হল। তার সাথে শুরু হল Class isolation. শ্রেণী বিচ্ছিন্নতা। সামাজিক স্তরবিন্যাস কে মান্যতা দিয়ে অর্থনৈতিক ক্রমউচ্চতা কে গুরুত্ব দিয়ে আমরা isolated হতে থাকলাম। আমরা যখন নিজের নিজের বসতবাড়ি , ফ্ল্যাট বা বাংলো কে পরম নিশ্চিন্তের isolation center ভাবতে শুরু করলাম, ঠিক তখন ই এদেশের বিপরীত চিত্র আঁকা শুরু হল। বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল গোটা দেশের অর্থনীতি, শ্রমশক্তি এক লহমায়। রাষ্ট্র

ঘণ্টা বাজিয়ে জানান দিল LOCKDOWN শুরু, সবাই বাড়িতে সাবধানে থাকুন। বৈদ্যুতিন গণমাধ্যম থেকে শুরু করে মোবাইল ফোনে ধেয়ে আসা সতর্ক সাবধান বাণী stay safe at home. গল্পের শুরুটা বেশ নমনীয় হলেও তার বিষয় বিশ্লেষণ কিন্তু মোটেই সুখকর নয়। LOCKDOWN এর গৃহবন্দী দশায় বাড়ির জানালা দিয়ে ফেলে আশা পথে সাধারণ মানুষ হিসেবে যে দৃশ্য দেখলাম, তার বর্ণনা করলাম পাতায় পাতায়।

দৃশ্যপট – ১

LOCKDOWN এর শুভ উদ্বোধন হয়েছে থালা , বাটি বাজিয়ে, ‘ভাগ করোনা ভাগ’ এই স্লোগানে। যখন দেশের সরকার একদিকে নিদান দিচ্ছেন কি করতে হবে? ঠিক তখন ই রাজ্যের সরকার রাস্তা , বাজার, জনবসতিপূর্ণ অঞ্চলে দাড়িয়ে দাগ কেটে বুঝিয়েছেন কাকে ‘SOCIAL DISTANCING’ বলে। আমরা বাড়িতে নিশ্চিন্তের কোয়ারেন্তাইনে বসে ভাবছি আহা, আহা বেশ বেশ, সরকার তো দারুণ ভুমিকা নিচ্ছেন। কিন্তু না! এ নিশ্চিন্ত সুখ গ্রহণ করা গেল না। গত ২১ শে মার্চ ২০২০ তে শুরু হওয়া সরকারি LOCKDOWN এর দশ দিন যেতে না যেতেই বিভিন্ন সুত্র ধরে খবর আসতে লাগল ভারতবর্ষের মূল শ্রমশক্তির কাণ্ডারি রা আটকে পড়েছেন দেশের নানা প্রান্তে। সরকারের পক্ষ থেকে প্রাথমিক পর্যায়ে এঁদের বাড়ি ফেরানোর কোনও উদ্যোগ দেখা গেল না। ফলত যা হওয়ার তাই হল। ভারতবর্ষের উত্তর থেকে দক্ষিণে, পূর্ব থেকে পশ্চিমে বাড়ি ফেরার জন্য পরিযায়ী শ্রমিক রা মাইলের পর মাইল পিচ গলা রাস্তায় হাঁটা শুরু করলেন। যে রাজ্যে তারা জীবিকার কারণে গিয়েছিলেন সেই রাজ্য তাদের দায়িত্ব নিতে নারাজ হল।

আসলে, ঘামের গন্ধ বড় উৎকট। শতছিন্ন পোশাকে থাকতে পারে হয়ত COVID --19 . তাই নিজের রাস্তা নিজে দেখ বাপু। কাজ নেই।

ফিরে যাও নিজের ঘরে। কী অদ্ভুত ঘর ওয়াপিস তত্ব। এই ঘরে ফিরতে গিয়েই আমার দেশের চলমান শ্রম কখনও রাত কাটিয়েছে যমুনা ব্রিজের তলায়, কখনও হাইওয়ে তে, রেল লাইন এর ট্র্যাকে। এক রাজ্যের সীমানা অতিক্রম করে অন্য রাজ্যে পৌঁছালে, সেই রাজ্য শ্রমশক্তি কে বরণ করেছে ক্লোরিন স্প্রে করে।

দৃশ্যপট -- ২

LOCKDOWN যত দীর্ঘতর হয়েছে, খিদে চলমান হয়েছে, চলমান হয়েছে কর্তব্য, স্নেহ আর মমতা। অবিচল থেকেছে শ্রমিকের শ্রম। ক্লান্ত, রিক্ত শ্রমিক শুধু চেনে তার শ্রম কে। সে চেনে না COVID – 19 কে। কিন্তু চেনে খিদে কে, চেনে আত্মসম্মান কে, চেনে নিজের প্রিয়জনের কাছে ফিরে আসার তাগিদ কে। তাই যখন রাম পুকার পণ্ডিত তার মুঠোফোনে খবর পায় ছেলে অসুস্থ, পায়ে ধরেছে রাষ্ট্রের পোষা নিরাপত্তারক্ষীদের বাড়ি ফিরিয়ে দেবার জন্য, কিন্তু কাজ হয়নি। রাস্তাতেই খবর পান, ছেলে মারা গেছে। অসহায় রাম পুকার রাস্তায় বসে পড়েন। অশ্রুসজল চোখে প্রশ্ন রাখেন, দীর্ঘ LOCKDOWN স্থিত সমাজের কাছে, কেন স্থবির হল না তার চোখের জল? উত্তরহীন সমাজ ফেসবুকের অ্যাকাউন্ট থেকে অ্যাকাউন্ট এ শেয়ার করেছে তার গল্প।

দৃশ্যপট – ৩

“হাম চলতে চলতে থক গয়ে” ----- বরখা দত্ত কভার করলেন এই দৃশ্য। হাইওয়ে দিয়ে হেঁটে চলেছেন সারিবদ্ধ শ্রমিক। নিরুত্তাপ সরকার, নিরুত্তাপ দেশ। তখন হয়ত আমরা LOCKDOWN এ কি রাঁধলাম সেই ছবি শেয়ার করছি। আর ৮ই মে ২০২০, ২৫ শে বৈশাখ এর সকালবেলায় রেডিও র খবরে বিশেষ বিশেষ সংবাদ পাঠে শোনা গেল ২৫ জন পরিযায়ী শ্রমিক এদেশের অখণ্ড শ্রমের হৃৎপিণ্ড, মালগাড়ির চাকায় পিষ্ট হয়ে গেছে। ছিন্নভিন্ন মৃতদেহ গুলোর পাশে পড়েছিল পোড়া রুটি। অবিকল দেখতে “পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি” (কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য) র মতো। চিরতরে থেমে গেল তাদের পথ চলা। বাড়ি ফেরা আর হয়নি। ক্লান্ত শরীরে একটু জিরিয়ে নিতে চেয়েছিল রেল লাইন ট্র্যাকে। পরিণতি মৃত্যুর নিশ্চিন্ত কোয়ারেন্তাইন। সরকার আকাশ থেকে যে ফুলের পাপড়ি ছড়িয়েছিল তার কয়েকটা পড়েছিল রেল লাইনের আশে – পাশে।

সাড়ে তিন মাসের দীর্ঘ LOCKDOWN এ স্তব্ধ দেশের অর্থনীতি, পঠন, পাঠন, রুচি, সংস্কৃতি সবকিছু। সরকার পক্ষ থেকে সপ্তাহান্তে বারবার ঘোষণা হচ্ছে নানান পরিকল্পনার। কিন্তু তার কোনটাই একসাথে বাঁধতে পারছে না দেশের আপামর জনগণ কে। প্রথম দফায় যখন ঘোষণা করা হল কারোর চাকরি যাবে না, কারোর বেতন কাটা যাবে না, তখন ঘরে টি ভি র সামনে বসে হাততালি দিয়েছি মুহুর্মুহু। একই সময় রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে বলা হল সমস্ত দুর্গতদের স্থানীয় স্কুল বাড়ি , অঙ্গনওয়ারী কেন্দ্রে তুলে নিয়ে যাওয়া হবে। আনন্দের আর সীমা ছিলনা। সবাই নিজেদের ব্লগে লিখতে শুরু করলাম সরকারের ধন্য কর্মসূচী নিয়ে। কিন্তু, “কেউ কথা রাখেনি, কেউ কথা রাখে না”(কবি সুনীল

গঙ্গোপাধ্যায়)। সরকার যা ঘোষণা করলেন ছিটে ফোঁটা ও তার তলানি তে এলনা। দারিদ্র সীমার নীচে থাকা মানুষ রেশনের চাল পেল না। ই এম আই এর কড় গুনতে থাকা চাকুরীজীবী ছাড় নির্ধারিত ভাবেই পেল না। রাষ্ট্রের সীমিত বেঁচে থাকা সম্পদ করনার দোহাই দিয়ে বিক্রি হতে থাকল আত্মনির্ভরশীলতার নামে।

দৃশ্যপট -- ৪

হাইওয়ে দিয়ে হাঁটছে আট বছরের ছোট্ট মেয়ে বিন্দি। জামার বোতাম খোলা। পায়ে ক্ষয়ে যাওয়া হাওয়াই চটি, আর পিঠে চেন ছিঁড়ে যাওয়া ব্যাগ। যা থেকে উঁকি দিচ্ছে 'সর্বশিক্ষা অভিযানের ছবি'। বাবার কাজ চলে গেছে তাই ঘরে ফিরছে সে পড়ার পাঠ চুকিয়ে। গলায় করুণ সুর। 'টাঙ্গে চল নেহি রহা হ্যায়'। আমি যখন এ ছবি দেখলাম তখন কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ ও রাজ্য সরকারের নির্দেশে ভার্চুয়াল ক্লাস নিচ্ছি। মাথার ভিতর জট পাকিয়ে গেল। শিক্ষার অধিকার যেখানে মৌলিক অধিকারের মর্যাদা পেয়েছে, সেই অধিকার আজ COVID এর দাপটে নস্যাৎ। বিন্দি জানে না সে তার স্কুলে ফিরবে কি না ? তার ফেলে আসা অধরা পাঠ গুগল মিট, গুগল ডুও বা জুম এর মাধ্যমে তাকে আদৌ পৌঁছে দিতে পারবে কি না তার প্রিয় দিদিমণি। আসলে, LOCKDOWN এ সরকার স্তব্ধ করে দিয়েছে প্রান্তিক মানুষের লেখা পড়া। কেন্দ্র ও রাজ্য শিক্ষা দপ্তর থেকে যে নির্দেশিকা জারি হল তা আপামর ছাত্র ছাত্রীর কথা না ভেবেই। শিক্ষা কে পুঁজির অঙ্গনে বিক্রি করতে এ এক নির্লজ্জ পদক্ষেপ। বিন্দির স্কুল হারিয়ে গেছে রাস্তার গোলকধাঁধায়। আগামী তে ওর দুটো ছোট পা এগোবে না আর সর্বশিক্ষা অভিযানের পথে --------- কারন সেখানে যে গভীর ক্ষত আঁকা হয়ে রয়েছে। 'শিক্ষা' হল না আজ ও আমাদের সকলের। 'শিক্ষা' হল না আজও আমাদের বাহন। আমরা এই

দুঃসময়েও শিক্ষা কে পণ্য করে ফেললাম কনজিউমারিসমের দাপটে।

গল্প গুলো এখানেই শেষ নয়। যেদিকে তাকাচ্ছি দেখছি আমার জাগ্রত, চলমান, নিঃস্ব ভারতবর্ষ কে।

দৃশ্যপট --- ৫

মৃত ফুলমতিয়ার দেহ টা নিথর অবস্থায় পড়ে আছে স্টেশনে। আর চার বছরের ছেলেটা ওর আঁচল টেনে খেলা করছে। এ দৃশ্য দেখে সরগরম মেনস্ট্রীম মিডিয়া। সন্ধ্যের টক শো তে চায়ের কাপে তুফান তুলে জোরকদম আলোচনা ‘দায় কার? কেন্দ্র না রাজ্যের?’ আলোড়িত হলাম আবার। মৃত মায়ের বুকের দুধ খাচ্ছে দেড় বছরের শিশু। খবর করেছে INDIA TODAY (ঘটনার সৌজন্য মধ্যপ্রদেশ)। আনোয়ারা বিবির সাক্ষাৎকার করতে গিয়ে কেঁদে ফেললেন সাংবাদিক। পেটে ভাত নেই, বুকে দুধ আসছে না। তাই ছ মাসের বাচ্চা কে দুধ খাওয়াতে পারছে না আনোয়ারা। এরা সবাই দেশের কোনও না কোনও রাজ্যে অসংগঠিত পেশায় নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু করোনার দাপটে কাজ গেছে। ওদের শুকনো হাত জানে না SANITIZER কি? ওরা জানে না N- 95 মাস্ক কি? শুধু জানতে চায় রাষ্ট্রের কাছে সন্তান কে বাঁচিয়ে রাখবে কি করে এই দুঃসময়ে। ঋতুমতী ভারত পথ চলতে চলতে প্রসব করেছে সন্তান। ভারতবর্ষের আকাশ বাতাস মুখরিত হয়েছে মা শকুন্তলার কান্নায়। নীলম সিং উত্তর দিল্লির হাসপাতালের দরজায় দরজায় ঘুরে বেরিয়েছে সন্তান কে জন্ম দেওয়ার জন্য। ব্যর্থ হয়ে মা – সন্তান দুজনেই মারা গেছে। অসুস্থ ছেলে কোলে নিয়ে কিরণ সাউ ছুটে বেড়িয়েছেন শহরের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে। অ্যাম্বুলেন্স নেই। চিকিৎসার অভাবে সন্তান

মারা গেল। LOCKDOWN এর আকাশ জুড়ে শুধুই মা এর আর্তনাদ। 'খানে কা দিক্কতানি হ্যায় , পিনে কা দিক্কতানি হ্যায় , সব কুছ কা দিক্কতানি হ্যায়'। মা কাঁদছে। এদেশের অর্ধেক আকাশ কাঁদছে। বিহারের কোয়ারেন্তাইন কেন্দ্রে যৌন নিগৃহীত হয়েছেন মহিলারা, কিশোরীরা। রাস্তায় ঋতুমতী হয়ে সায়ার দাগ লুকোতে না পেরে রাষ্ট্রের রক্ষী দের তামাশার শিকার হয়েছেন কত মহিলা ------- সংখ্যা টা জানা নেই। কেউ খবর করে নি। এই কঠিন সময়ে সব থেকে বেশি নিগৃহীত হয়েছেন মহিলারা সমাজ ও রাষ্ট্রের দ্বারা। ইউনিসেফ এর গবেষণা বলছে এ কথা। ভারতবর্ষেও সংখ্যা টা কম নয়।

দীর্ঘ এই LOCKDOWN এ মনুষ্যত্বহীনতার একটা কোয়ারেন্তাইন তৈরি হয়েছে। স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসাবে আমাদের সকলের বেঁচে থাকার অধিকার সংবিধান স্বীকৃত। কিন্তু এই কঠিন সময়ে এই অধিকার ভুলুণ্ঠিত হয়েছে সবথেকে বেশি। শিক্ষা, স্বাস্থ্য খাতে নির্বিচারে ব্যয় বরাদ্দ কমিয়ে আনার ফলে চরম দুর্দশার মুখে পরেছে সাধারণ মানুষ। সরকারের মনোলিথিক নেচারের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্র নামক ধাঁচা টাকে বৃহৎ পুঁজির জন্য সাজিয়ে দেওয়ার এক নির্মম প্রচেষ্টা প্রকাশ পেয়েছে। দেশের সম্পদের প্রতুলতা কে অপ্রতুল করে দেখানোর চেষ্টা চালানো হয়েছে কেন্দ্র ও রাজ্য দু তরফ থেকেই। বিরাট পুরুষ থেকে বাঘিনী – দুজনেই হেঁটেছেন একই পথে। দেশের অসংগঠিত শ্রম শক্তি কে মান্যতা না দিয়ে সাম্প্রদায়িক তাস খেলে অতিমারী কে উৎরাতে চেয়েছেন। জনকল্যাণকামী রাষ্ট্রের যাবতীয় দায়িত্ব ভুলে মোড়কে মোড়া সু – শাসনের তত্ব কে গুলিয়ে দিয়ে শুরু হয়েছে পপুলিস্টিক রাজনীতি। যার গন্ধে মাতোয়ারা হয় জনগণ সাময়িক ভাবে । LOCKDOWN এর শুরু থেকেই কেন্দ্র আর রাজ্য বিজ্ঞাপণী চমক দিতে থাকলেন তার TARGET AUDIENCE ভোটার দের। কেউ বাতি নেভান তো আর এক জন কি ভাবে হাঁচবেন ঠিক করে দেন। আমরা যখন এ সব দেখতে ব্যাস্ত , রেশন থেকে তেল, চিনির মত নিত্য প্রয়োজনীয়

জিনিস বাদ চলে যায়, প্রান্তিক মানুষের জন্য বরাদ্দ চাল রেশন থেকে চুরি যায়, দলিত শ্রমিক দের জন্য কোয়ারেন্তাইন কেন্দ্র হয় পাবলিক ইউরিনাল।

কিন্তু এই গল্পের ক্লাইম্যাক্স অন্য। স্তব্ধ LOCKDOWN এ শেষের যুদ্ধ টা বোধহয় শুরু হচ্ছে। অঙ্ক জটিল। কিন্তু সেই অঙ্কের শিক্ষার্থীরা যদি হন জীবনের গরমিল হিসাবের ভাগীদার তবে অঙ্ক টা মিলবে। শুধু জর্জ ফ্লয়েডের জন্য বেদনাবর্ষণ নয়। আসুন না, আমরা সবাই নিজের দেশের ক্ষয়িষ্ণু মানুষ গুলোর জন্য কথা বলি। ও দেশ, যদি রাস্তায় নেমে ফ্লয়েডের জন্য স্ট্যাচু অফ লিবার্টি কে নাড়িয়ে দিতে পারে তাহলে আপনি , আমি , আমরা সবাই কেন রাম পুকার, নীলম সিং , ফুলমতিয়া , বিন্দি সহ আরও অজানা নামের জন্য যন্তর মন্তর বা কোলকাতার লেনিনগ্রাদ দখল করতে পারব না ?

আমি কিন্তু, বেশ দেখতে পাচ্ছি নতুন ভোরের আলোয় এসে দাঁড়িয়েছে একজন সাধারণ মানুষ, উদয়ন পণ্ডিত, আর রাতের অন্ধকারে বাতি নিভিয়ে সন্তানের মুখপানে তাকিয়ে শুতে যাওয়া মা। এরা সকলেই ভারতবর্ষের প্রতীক।

দূরে রেডিও তে ভেসে আসছে “হাম ভুখ সে লড়নেওয়ালো , হাম মওত সে ক্যা ডরেঙ্গে” ………… (গান কোরাস ছবির)। গাইতে গাইতে চলেছে আমার প্রতিকৃতি।।

(চরিত্র গুলো জীবন্ত, নামগুলো কাল্পনিক)

স্বাগতা ভট্টাচার্য্য

রাষ্ট্র বিজ্ঞান

প্রাতঃ বিভাগ